ড্রেস আপ ইওর পেট ডে

সাজগোজ করা কি শুধু মানুষের অধিকার? পোষ্য বলে কি সেজেগুজে থাকা যাবে না? আলবাত যাবে। তাই প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি নিজেদের পোষ্যকে হাল ফ্যাশনের পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন অনেকে।

এক পৌষে দুই পিঠে খাওয়া

ক্যালেন্ডারের হিসেব বলছে, এখন পৌষের শেষ। অর্থাৎ বাঙালির পাতে এখন পিঠের অবাধ বিচরণ। কথায় রয়েছে, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'। তাই পিঠের গরমাগরম বাজারে অনেকের আবার 'পিঠে' খাওয়ার স্মৃতি উসকে যাচ্ছে। এই পিঠে খাওয়া আবার নারকেল, দুধ, চালের গুঁড়ো, ক্ষীর দিয়ে তৈরি সেই সুস্বাদু পিঠে নয়। এই পিঠে একেবারে উত্তমমধ্যম খাওয়া। শহরের কলেজ পড়ুয়ারা জানালেন পিঠে খাওয়া নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা। শুনলেন আমাদের প্রতিনিধিরা।

স্কেল দিয়ে পিঠে

ছোটবেলায় গল্পের বইয়ে পড়েছিলাম, 'পেটে খেলে পিঠে সয়।' গল্প যখন সত্যি হয় তখন ব্যথা তো লাগে বটেই। শেষবার পিঠে পড়েছে পাঁচ–ছয় মাস আগে। বাবার কথা না শোনার কারণে কাঠের স্কেল দিয়ে পিঠে খেয়েছিলাম। তবে ছোটবেলার মতো এখন খুব একটা পিঠে পড়ে না।

–মানস সরকার
কলেজ ছাত্র, মেখলিগঞ্জ

ঘুম থেকে ওঠা

পিঠে ঠিক কবে পড়েছিল মনে নেই। তবে কারণটা মনে আছে। সম্ভবত একবার দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার কারণেই পিঠে খেতে হয়েছিল। শীতের সকালে এমনিতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। তবে এখন বড় হওয়ার সুবাদে সেভাবে আর পিঠে পড়ে না ঠিকই, তবে ছোটবেলার সেইসব দিন খুব মনে পড়ে।

–প্রকৃতি দে
কলেজ ছাত্রী, দিনহাটা

পিঠে চিহ্নিত

এরকমই পৌষের এক ঠান্ডার দিনে স্বভাবের দোষে ল্যাদ খাচ্ছিলাম! স্যর একটি পরীক্ষা দিয়ে রাখতে বলেছিলেন, তা আর দিইনি। বিকেলে স্যর আসার পর বললাম, পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না। স্যরও মাকে অভিযোগ জানালেন। তারপর আর কী! 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রবাদটির বাস্তবতা মা আমার পিঠে চিহ্নিত করতে দেরি করেননি।

–বৈদূর্য বিশ্বাস,
কলেজ ছাত্র, মাথাভাঙ্গা

বাবার হাতে পিঠে

মাঝেমধ্যেই পিঠে খেতে হয়। এই তো গতকালই বাবার হাতে পিঠে খেলাম। হাত থেকে পড়ে গিয়ে টিভির রিমোট ভেঙে গিয়েছিল। বাবা এসে পিঠে কয়েকটা বসিয়ে দিলেন। চালের গুঁড়ো, নারকেল, ক্ষীর দিয়ে তৈরি পিঠে শুধু শীতকালে পাওয়া গেলেও বাবার হাতে 'পিঠে' মাঝেমধ্যেই খাই।

–পায়েল দাস
কলেজ ছাত্রী, কোচবিহার

পেট ব্যথা

প্রায় দশ বছর আগে পৌষ–পার্বণের দিন মা পিঠে বানিয়ে থালায় রেখেছিলেন। যখন কেউ ঘরে ছিল না, তখন আমি সব পিঠেই খেয়ে ফেলি! মা পরে তা জানতে পারেন যখন আমার পেট ব্যথা শুরু হয়। বাবা সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে সব কথা শুনে আমার পিঠে মারেন। সেই কথা পৌষ–পার্বণ এলেই খুব মনে পড়ে।

–রিতম ধর
কলেজ ছাত্র, তুফানগঞ্জ

তথ্য ঃ শিবশংকর সূত্রধর, বিশ্বজিৎ সাহা, শিশির গুহ, প্রসেনজিৎ সাহা ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস ■ ছবি ঃ জয়দেব দাস

পুরভোটের আগে পরিষেবা নিয়ে সরব কোচবিহার

দাবি পূরণের হিসেব চাই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : পুরভোট এগিয়ে আসতেই শহরের দাবিগুলি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পাঁচ বছরের চাওয়াপাওয়া, দাবি পূরণের হিসেবনিকেশ চাইছেন শহরবাসী। অনেক দাবি মিটলেও এখনও শহরের বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রচুর দাবিই মেটেনি। নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে সেই দাবি মেটানোর প্রসঙ্গ উঠছে।

কোচবিহার শহরে যে সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশি রয়েছে তার অন্যতম নিকাশি ব্যবস্থা। প্রতি বর্ষাতেই কার্যত জলে ভাসে রাজার শহর। বারবার পুরসভার তরফে নিকাশিনালা ঢেলে সংস্কারের আশ্বাস মিললেও মাঝেমধ্যে নালা পরিষ্কার করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয় না। প্রতি বছরই বৃষ্টির সময় নিকাশি উপচে শহরের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও গলিপথ জলমগ্ন হয়ে যায়। কোথাও হাঁটুজল বা কোথাও আবার তার বেশি জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। কেশব রোড, সুভাষপল্লি, সিলভার জুবিলি রোড, রাজমাতা রোড, আরআরএন রোড বাই লেন, পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া, রাজবাড়ি, রাজবাড়ি উদ্যান, নরেন্দ্রনারায়ণ উদ্যান চত্বর, বীরেন্দ্রচন্দ্র বাস টার্মিনাসের সামনে বৃষ্টি হলেই জল জমে। কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা সাবিত্রী রায় বলেন, 'প্রতি বছর বৃষ্টির সময় আমাদের রাস্তাঘাট জলে ডুবে যায়। এমনকি মাঝেমধ্যে ঘরেও জল ঢুকে পড়ে। স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও কাজ হয়নি।'

শুধু নিকাশিই নয়। বেহাল রাস্তাঘাট নিয়েও শহরের নাগরিকরা ক্ষুব্ধ। শহরের প্রধান রাস্তাগুলি ভালো থাকলেও বহু গলিপথের বেহাল দশা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শহরের ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়েনি। বর্ষায় রাস্তাগুলির অবস্থা কার্যত ভয়ংকর হয়ে যায়। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। শেষ কয়েক বছরে শহরের বেশ কিছু রাস্তা মেরামত করা হলেও বহু গলিপথ বেহাল অবস্থাতেই রয়েছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সব্যসাচী দেবনাথ জানান, প্রধান রাস্তাগুলির পাশাপাশি গলিপথগুলির সংস্কার প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোচবিহারের ১৫৫টি জায়গাকে হেরিটেজের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে বহু নিদর্শনের ভগ্নপ্রায় দশা। পাওয়ার হাউস চৌপথির রাজকীয় জলাধার, ম্যাগাজিন হাউস, সাবিত্রী লজ, গভর্নমেন্ট প্রেস, টেম্পল স্ট্রিটের পুরোনো ভবন, কবিরাজ বাগানের বেহাল অবস্থা। পাশাপাশি ঐতিহ্য বহনকারী বেশ কিছু দিঘি ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। দু–একটি বাদে বাকি সব দিঘির অবস্থাই বেহাল। ইতিহাসবিদ নৃপেন্দ্রনাথ পাল জানান, কোচবিহারের ঐতিহ্যগুলিকে ধরে রাখতে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে নিদর্শনগুলি মেরামত করা হোক।

এছাড়াও শহরে যানজট একটি নিত্যদিনের সমস্যা। কেশব রোড, এনএন রোড, সুনীতি রোড, ভবানীগঞ্জ বাজার সহ শহরজুড়েই যানজট সমস্যা রয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে নানা নিয়ম জারি করা হলেও বাস্তবে তেমন কিছুই দেখা যায় না। ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন এক শ্রেণির ব্যবসায়ী। ফলে রাস্তার মাপ ছোট হয়ে যাওয়ায় যানজট আরও বাড়ছে। এদিকে, পানীয় জলের সংকট, সমস্ত পথবাতি না জ্বলা, ঠিকমতো আবর্জনা সাফাই না হওয়া সহ নানা দাবি তুলছেন শহরের নাগরিকরা। করোনা পরিস্থিতি থাকলেও ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে ভোটের দামামা বেজেছে। ভোটচর্চা চলতেই ফের শহরের দাবিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

দেখভালের অভাবে বিপন্ন রাজ আমলের পাওয়ার হাউস। ছবি : জয়দেব দাস

কীসের হিসেব

- বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য কোচবিহার শহর প্রতি বর্ষাতেই জলে ভাসে
- নিকাশিনালা ঢেলে সংস্কারের আশ্বাস মিললেও নালা পরিষ্কার করা ছাড়া কিছুই হয় না
- প্রতি বছরই বৃষ্টির সময় নিকাশি উপচে শহরের রাস্তা ও গলিপথ জলমগ্ন হয়ে যায়

রাস্তা

- শহরের প্রধান রাস্তাগুলি ভালো থাকলেও বহু গলিপথের বেহাল দশা
- খারাপ অবস্থা শহরের ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে

হেরিটেজ

- কোচবিহারের হেরিটেজের তালিকাভুক্ত রাজকীয় জলাধার, ম্যাগাজিন হাউস, সাবিত্রী লজ, কবিরাজ বাগানের বেহাল অবস্থা
- বেশ কিছু দিঘি ঐতিহ্য হারাতে বসেছে
- শহরে যানজট একটি নিত্যদিনের সমস্যা

মেখলিগঞ্জে পুরভোট নিয়ে তৎপরতা

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুরসভা দখলের লক্ষ্যে তৎপর শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন দলের কর্মীরা।

বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কর্মসূচি চালাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা–কর্মীরা। শহরের যুবদের একত্রিত করতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও গ্রুপ করে প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিজেপির তরফে বুথভিত্তিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করা হচ্ছে। বামফ্রন্টও প্রচারে পিছিয়ে নেই। দলের তরফে ২১ জানুয়ারি একটি জনসভার আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। লড়াইয়ে পিছিয়ে নেই এসইউসিআইসি। নিয়মিত বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে। মূলত মিটিংয়ের মাধ্যমে জনসংযোগ করছে এসইউসিআইসি।

মাস্ক বিতরণ ও স্যানিটাইজেশন

তুফানগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার আইএনটিটিইউসি'র তুফানগঞ্জ শহর ব্লক কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। এদিন শহরের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, ভিআইপি মোড়, রানিরহাট বাজার, বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই কর্মসূচি হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তুফানগঞ্জ শহর ব্লক সভাপতি সরোজকুমার পঞ্চানন, দুই সহ সভাপতি নবিনুর হোসেন ও মনোজ দত্ত, তৃণমূলের তুফানগঞ্জ শহর ব্লক সহ সভাপতি চানমোহন সাহা।

রেজিস্ট্রেশনে বিধি উধাও দিনহাটা কলেজে

দিনহাটা, ১৩ জানুয়ারি : দিনহাটা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের রেজিস্ট্রেশন ছিল বৃহস্পতিবার। অভিযোগ, এদিন কলেজে মানা হল না করোনাবিধি। কলেজের বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের কর্মকর্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এসএফআইয়ের দিনহাটা কলেজ ইউনিটের সহ সম্পাদক আকাশ সাহার অভিযোগ, তাদের বলা হয়েছিল করোনাবিধি মেনে কাজ হবে। এমনকি কলেজের গেটে সবার মুখে মাস্ক রয়েছে কি না তা পরীক্ষাও করা হচ্ছিল। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর করোনাবিধি শিকেয়। কারও মাস্ক থুতনিতে, কারও গলায়। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থাও ছিল না। একেক জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

> ১০০ শতাংশ কোভিডবিধি মেনে খোলা মাঠে রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় এড়াতে কলেজের বেশিরভাগ কর্মীকেই এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। কলেজ স্যানিটাইজ করাও হয়েছে।
>
> **–ডঃ আবদুল আওয়াল**
> *অধ্যক্ষ, দিনহাটা কলেজ*

কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ আবদুল আওয়ালের বক্তব্য, '১০০ শতাংশ কোভিডবিধি মেনে খোলা মাঠে রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় এড়াতে কলেজের বেশিরভাগ কর্মীকেই এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। কলেজ স্যানিটাইজ করাও হয়েছে।'

কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য, ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারির মধ্যে তাদের প্রথম সিমেস্টারের রেজিস্ট্রেশন শেষ করতে বলা হয়েছিল। আর বাম ছাত্র সংগঠনগুলিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করোনাবিধি মেনে রেজিস্ট্রেশনের দাবি তুলেছিল। সেকারণেই কলেজ কর্তৃপক্ষ একপ্রকার বাধ্য হয়ে রেজিস্ট্রেশনের দিন ঠিক করে। তবে তাদের তরফে সবরকম বিধি মানার দাবি করা হলেও কলেজের ঘরগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মাস্ক ছাড়াই রেজিস্ট্রেশনে উপস্থিত এক ছাত্র। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

বর্জ্য নিয়ে কথা

দিনহাটা, ১৩ জানুয়ারি : গত বছরের শেষের দিকে দিনহাটা পুরসভার উদ্যোগে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় পৃথকভাবে বর্জ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছিল। পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও এই পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এ নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নোডাল অফিসার অসিত বল, প্রোজেক্ট ম্যানেজার সৌম্যজিৎ সরকার সহ অন্যরা। এবিষয়ে নোডাল অফিসার বলেন, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প শুরু করা হবে।'

মাথাভাঙ্গায় পাড়া বৈঠক

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামফ্রন্টের প্রাথমিক প্রার্থীতালিকা তৈরি শেষ।

পুরবোর্ড ধরে রাখার বিষয়ে আশাবাদী তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেস মাথাভাঙ্গা শহর ব্লকের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন বিশ্বজিৎ রায়। তিনি বলেন, 'প্রতিটি ওয়ার্ডে করোনাবিধি মেনে পাড়া বৈঠক চলছে। 'ডোর টু ডোর' প্রচারের মাধ্যমে জনসংযোগ করা হচ্ছে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচির খতিয়ান নাগরিকদের সামনে তুলে ধরছি।'

অন্যদিকে বিজেপি প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার বানিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত বিদায়ি পুরবোর্ডের ব্যর্থতার তালিকাকে। দলের মাথাভাঙ্গা শহর মণ্ডল সভাপতি দিলীপকুমার মণ্ডল জানান, শহরের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু হয়েছে। শহরে দলীয় কার্যালয় না থাকায় বিজেপি নেতাদের বাড়িতে নির্বাচনি বৈঠকে বসছে দলের নেতৃত্ব। মাথাভাঙ্গা এবং শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়করাও যোগ দিচ্ছেন। বেশ কয়েক মাস ধরেই মাথাভাঙ্গা শহরে অস্থায়ী অফিসে বসে জনসংযোগ চালাচ্ছেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন এবং শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মাথাভাঙ্গা শহরে বেশি সময় দিচ্ছেন বিজেপি বিধায়করা। ৪–৫ জনের দলে বিভক্ত হয়ে বিজেপি নেতা–কর্মীরা বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন।

কলকাতা পুর নির্বাচনের ফলাফলকে হাতিয়ার করে মাথাভাঙ্গা পুরভোটে ভালো ফল করতে মরিয়া সিপিএম। সিপিএমের মূল সংগঠনের পাশাপাশি শাখা সংগঠনগুলির সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। একসময় দল ছেড়ে যাওয়া কমরেডদের সঙ্গেও দলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা দক্ষিণ এরিয়া কমিটির সম্পাদক মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'শহরের ১০, ১১ নম্বর সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক প্রার্থীতালিকা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা ও বামেদের নির্বাচনি ইস্তাহার তৈরির প্রস্তুতি চলছে।'

দিনদুপুরে শহর দাপাচ্ছে শক্তিমান

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : শহরের বিভিন্ন এলাকায় পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক দিন আগে পুলিশের তরফে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রায় সারাদিন ধরেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে চলেছে পণ্যবোঝাই ট্রাক। যার জেরে কোচবিহার শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের তরফে সময় বেঁধে দেওয়া হলেও, কীভাবে দিনের বেলায় এভাবে পণ্যবোঝাই ট্রাক চলাচল করছে শহরে? তাই এবিষয়ে পুলিশকে আরও কঠোর হতে বলছেন অনেকেই।

বৃহস্পতিবারও শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকা দিয়ে এভাবেই নিয়ম ভেঙে ট্রাক চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। শুধু এদিন নয়, এধরনের ঘটনা এখন প্রায় প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে কোচবিহার শহরে। অথচ এব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের। শহরের

হুঁশ নেই প্রশাসনের

> ট্রাফিক আইনভঙ্গ করা হলেও, এবিষয়ে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। নিয়ম ভেঙে ব্যস্ত রাস্তায় দিনের পর দিন এধরনের ঘটনা ঘটছে।
>
> **– বাপ্পা রাহা**
> *শহরের বাসিন্দা*

বাসিন্দা বাপ্পা রাহা বলেন, 'ট্রাফিক আইনভঙ্গ করা হলেও, এবিষয়ে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। নিয়ম ভেঙে ব্যস্ত রাস্তায় দিনের পর দিন এধরনের ঘটনা ঘটছে।' অপরদিকে পুলিশের দাবি, সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত শহরের ট্রাক চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। যাঁরা আইন মানছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গত দু'–তিনদিন মিলিয়ে এজন্য সাত থেকে আটটি ট্রাককে আটক করে কেস করা হয়েছে।

এদিকে, ব্যস্ত সময়ে শহরের রাস্তা দিয়ে এভাবে ট্রাক চলাচল করায়, যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছেন অনেকে। দ্রুতগতির এই ট্রাকগুলির দাপটে সমস্যায় পড়েছেন পথচারীরাও। তাঁদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে পণ্যবাহী ট্রাক শহরতলির বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে শহরে প্রবেশ করছে। অথচ এবিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। প্রায় বছরখানেক আগে পশ্চিম খাগড়াবাড়ি এলাকায় স্থানীয় কিছু বাসিন্দা টোল ট্যাক্স এড়িয়ে যাতায়াত করা কয়েকটি ট্রাক আটকে রেখেছিলেন। তারপর অবশ্য কিছুদিন সেই রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলাচল বন্ধ ছিল। এবিষয়ে শহরের বাসিন্দা অরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'সময়ের বাইরে এভাবে ট্রাক চলাচল শহরে নতুন নয়। মাঝে কিছুদিনের জন্য তা বন্ধ হলেও, আবার যে–কে–সেই। বিষয়টি নিয়ে পুলিশি নজরদারির প্রয়োজন।'